দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ৫।৭।৮৩ ...
পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম ... ১ ...

049

প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ কিছু সমস্যা

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্যাপারে কিছু কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। বিনা পয়সায় বই দেয়া, ব্যাংকের মারফত শিক্ষকদের বেতন দেয়া এবং থানা পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা তত্ত্বাবধানের কর্মসূচী নেয়া হয়েছে।

এ কর্মসূচী এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে। এবং প্রাথমিক পর্যায়ে বলেই কিছু অসুবিধা এখনো রয়ে গেছে। হাজার হাজার বিদ্যালয়ের লক্ষ লক্ষ ছাত্রের মধ্যে বই বন্টন করা সহজ কথা নয়। সহজ কথা নয় বলেই বই বন্টন নিয়ে এখনো অনেক অভিযোগ রয়েগেছে; সঠিক সময়ে সর্বত্র বই পৌছেনি। অনেক এলাকায় বিনামূল্যে বই লাইব্রেরীতে বিক্রি হচেছ। বই বন্টন নিয়ে কারচুপি হচেছ। এমনি অনেক অভিযোগ রয়েছে।

শিক্ষকদের বেতন নিয়েও মাঝে মাঝে কিছু কিছু অসুবিধা দেখা দেয়। অবসরকালীন ভাতা পেতে বিলম্ব হয়। বিভিন্ন পর্যায়ে অপ্রয়োজনীয় এবং অপ্রত্যাশিতভাবে টাকা খরচ করতে হয়। এ পরিস্থিতি দুঃখজনক। এবং আমরা নিশ্চয়ই আশা করবো যে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এরপরে সমস্যা হচেছ কিছুসংখ্যক বিদ্যালয় ও শিক্ষক নিয়ে। নির্ভরযোগ্য সূত্রে বলা হয়েছে, দেশে রেজিস্ট্রিকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪৩ হাজার। এর মধ্যে ৩৭ হাজার বিদ্যালয় সরকার কর্তৃক স্বীকৃত। স্বীকৃত অর্থাৎ এই বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকেরা নিয়মিত সরকারী কোষাগার থেকে বেতন পান। এই বিদ্যালয়ের ছাত্ররা অন্যান্য সরকারী সাহায্য পেয়ে থাকে। কিন্তু বাকি ছয় হাজার বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীরা এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এই বিদ্যালয়গুলি রেজিস্ট্রি করার সময় বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ এই বিদ্যালয়গুলির স্বীকৃতির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এই স্বীকৃতির প্রতিশ্রুতিতে স্থানীয় জনসাধারণ এই বিদ্যালয়গুলি অনেক কষ্টে দীর্ঘদিন ধরে বাঁচিয়ে রেখেছে। একথা অনুধাবনযোগ্য যে, ঝড়-তুফান ও অর্থনৈতিক সংকটের দিনে বেসরকারী উদ্যোগে আজকের দিনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাঁচিয়ে রাখা খুবই কষ্টকর। সে পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আশা করবো যে, শিক্ষা কর্তৃপক্ষ এই ছয় হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্বীকৃতির প্রশ্ন জরুরী ভিত্তিতে বিবেচনা করবেন। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, এবারের বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। আমরা আশা করবো যে, এই বরাদ্দের প্রেক্ষিতে এই বিদ্যালয়গুলিকে স্বীকৃতি দান কষ্টসাধ্য হবে না।

এছাড়াও একটি সমস্যা আছে শিক্ষক নিয়ে। একই সূত্রে বলা হয়েছে ৩৭ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের সংখ্যা হচেছ ১ লক্ষ ৩৫ হাজার। অথচ এই সংখ্যা হওয়া উচিত ১ লক্ষ ৫৭ হাজার। অর্থাৎ ২২ হাজার কম শিক্ষক নিয়ে ৩৭ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া চলছে দীর্ঘদিন যাবত। এ প্রশ্নটি এর আগেও বারবার আলোচিত হয়েছে। এবং উত্থাপিত হয়েছে বিভিন্ন মহলে। নতুন শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে অনেক কথা-বার্তাও হয়েছে। বারবার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। কিন্তু শিক্ষক নিয়োগ সম্পর্কে এ পর্যন্ত কোন স্থির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি। আমরা মনে করি এ প্রশ্নটিও ভেবে দেখবার সময় এসেছে। এবং প্রাথমিক শিক্ষার স্বার্থেই শূন্য পদে শিক্ষক নেয়ার ব্যাপারেও জরুরী ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়া প্রয়োজন। আমরা আশা করবো সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।